মহিলা

সুমহার্ঘ মিউজিক সিস্টেম্ থেকে চড়া সুরের নৃত্যসঙ্গীত পরিবেশিত হয়ে চলেছে অবিরত। হলঘরের অপর্যাপ্ত আলো আর সুরের প্রাচুর্য মিলে যথাযথ আবহাওয়ার সৃষ্টির প্রয়াস। তবে সেই আবহাওয়া উপভোগ করার জন্যেও আবার যথাযথ মনোভাব চাই।

সুরজিৎ তার সদ্য শুরু হওয়া হালকা মাথাধরার আমেজ উপেক্ষা করে নৃত্যরত জুড়ি ক'জনের পানে অলস চোখে চেয়ে রইলো। অনভ্যস্ত আত্মসচেতন ভাবে নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে কয়েক জোড়া পা। যেন করণীয় কর্তব্য পালন করে চলেছে নেহাৎই নিরুপায়ে। হলের অন্যদিকে পলকা স্ক্রীনের ওপাশে বার। স্বতঃস্ফূর্ত ফুর্তির জোয়ার সেখানে। উদিপরা বেয়ারারা ব্যস্তভাবে ভরা গ্লাস এগিয়ে দিচ্ছে আর কাউন্টারের অন্য পাশ থেকে খালি গ্লাসের রাশ ট্রে-বোঝাই করে নিয়ে যাচ্ছে আবার।

সুরজিৎ নড়েচড়ে বসলো। ও কি বার'এ গিয়ে দাঁড়াবে? অন্তত এই নিষ্প্রাণ নৃত্যকলার হাত থেকে রেহাই পাবে তাহ'লে। কিন্তু বার'এ কি জল জাতীয় অপেয় পানীয় পাওয়া যাবে? পাওয়া গেলেও, শুধুমাত্র সেই অজুহাতে ওখানে দাঁড়ানো উচিৎ হবে কি এখনকার এই ভরা ব্যবসার মুখে? অনিশ্চিত মনে সুরজিৎ আবার হলের অন্যদিকে দৃষ্টি ফেরালো। ডান্স-ফ্লোরের পাশে গোটাকয়েক সোফা এলোমেলো ভাবে রাখা। তারই একটির একপাশে বসে অলস আরামহীন মুহূর্তগুলি কাটাচ্ছে সে। আরও দু'চারজন রয়েছে সেখানে। নাচের ফাঁকে জিরিয়ে নিচ্ছে একটু। মনে মনে সুরজিৎ বার'এর ভিড়ের সঙ্গে এদিকের জন-বিরলতার তুলনা করে। মিউজিক সিস্টেমের উচ্চস্বর, মৃদু আলোর লোভানি, এ সবই শুধু ফাঁকা অজুহাত যেন। আসল আকর্ষণ ওই শীর্ণ স্ক্রিনের ওপাশে।

সে যা হোক, এই হলঘরে সুরজিতের নিজের উপস্থিতিটাই দুর্বোধ্য। জম্মু থেকে আজ ভোরবেলা এখানে পৌঁছে শুনলো দিল্লীগামী ট্রেন আসবে রাত বারোটার পর। পথশ্রমে ক্লান্ত সুরজিৎ সারাদিনটা মেসের ঘরে শুয়ে বসে, কিংবা লাইব্রেরীর অগুন্তি নতুন, পুরোনো পত্রিকা ঘেঁটে কাটাতে পারতো অনায়াসে। এবং তাই করেই সকাল, দুপুর, বিকেল কাটিয়েছে সে। তারপর দিল্লীর ট্রেন আসার ঠিক তিন ঘন্টা আগে কি এক দুর্মতির বশবর্তী হয়ে হঠাৎ ঢুকে পড়েছে এ ঘরে। এখনও অবশ্য উঠে চলে যাওয়া যায়। এখানে কেউ চেনে না তাকে। অন্ততঃ এখন অবধি চিনে ওঠেনি। বার'এর লোকদের তার নাম, ধাম, ইউনিট বাতলালে হয়তো অনেকেই তাকে প্লেস করতে পারবে। কিন্তু সুরজিৎ গা করেনি। পরিচয়ের ক্ষীণ সূত্র আবিষ্কার করে কি আর মোক্ষলাভ হবে তার এই অল্পসময়ে। মিছিমিছি কেন আর ওদের মৌতাতে বাধা দেওয়া।

তবে সুরজিৎ এখনি চলে যেতে চায় না। ক্ষতি যা হ'বার হয়েই গেছে তার। মেসবিল থেকে আজকের এ পার্টি রদ করা যাবে না, কিছু টাকা গচ্ছা দিতেই হ'বে তাকে। এখন থাকা না থাকা দুইই সমান। আর মাথাধরাটাও একবার শুরু যখন হয়েছে তখন চট্ করে থামবে না। ঘরে গিয়ে শুলে এই নাচের বাদ্যি ধাওয়া করবে সেখানেও। একমাত্র যদি এখনই স্টেশনে চলে যাওয়া যায়। সকালে স্টেশনের যে চেহারা দেখে এসেছে মোটেই ভক্তি হয়নি তার। এখানে তবু যাহোক বসার ব্যবস্থা আছে ----।

হলের দেয়াল ঘেঁষে একটি মহিলা দাঁড়িয়ে আছে। বোধহয় অনেকক্ষণ থেকেই দাঁড়িয়ে রয়েছে কারণ সুরজিৎ নাচের জুটির মধ্যে ওকে দেখেনি, হলঘরের প্রবেশ পথেও না। একদৃষ্টে বার'এর দিকে চেয়ে রয়েছে মেয়েটি। সুরজিৎ ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলো বার'এর সামনে জোরালো উদ্দীপনা চালু রয়েছে একই ভাবে। ফর্সা, লম্বা একটি ছোকরা মতন লোক গ্লাস হাতে দৃপ্ত ভঙ্গীতে কথা বলে চলেছে একটানা। হঠাৎ কথার মাঝে এদিকে তাকালো। মহিলা হাত তুলে ইশারায় ডাকতেই লোকটি সুড়ুৎ করে পর্দার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মহিলা তির্যক ভ্রূভঙ্গী করে সরু হিলের কোঁচ কোঁচ আওয়াজ তুলে সুরজিতের অদূরে এসে উপবেশন করলো। রাগত ভাবে লাল

ভেলভেটের বটুয়াটা সোফার একপাশে ছুঁড়ে দিতে সেটা লক্ষ্যচ্যুত হয়ে পায়ের কাছে পড়লো। নীচু হয়ে বটুয়া তোলার প্রক্রিয়ায় সূক্ষ্ম, মসৃন শাড়ির আঁচল স্থানভ্রষ্ট হয়ে সংক্ষিপ্ত লাল চোলির নীচে শ্বেত বক্ষ-বন্ধনীর কিয়দংশ দৃষ্টিগোচর হ'ল। মহিলা রূঢ় ভঙ্গীতে স্খলিত আঁচল কাঁধে ফেলে সোফায় কৃশ দেহ এলিয়ে দিল এবং অস্ফুট স্বরে কিছু অপ্রিয় বচন নিজের মনে আউড়ে গেল, সম্ভবতঃ স্ক্রীনের আড়ালে সেই ছোকরাটির উদ্দেশেই।

অবশ্য সত্যিই ছোকরা কিনা হলফ করে বলতে পারবে না সুরজিৎ। মেদের ভারের উপর বয়সের ভার নির্ভর করে অনেকটা। হালকা ওজনের মানুষের চেহারায় বয়সের ছাপও বসে হালকা ভাবে। আর, এক আধ গ্লাস জোরালো পানীয় পেটে পড়লে সে ছাপটুকুও সাময়িক ভাবে উপে যাওয়া সম্ভব।

মহিলা ডান্সফ্লোরের দিকে চেয়ে রয়েছে একদৃষ্টে। সুরজিৎ এই ফাঁকে ওকে ভাল করে দেখলো। কানের তলা অবধি ছাঁটা খাটো চুল। ঠোঁটে আর গালে কৃত্তিম রক্তিম বর্ণবিন্যাস। মেকআপের নীচে হাড্ডিসার কাঠ কাঠ চেহারা। হঠাৎ মেয়েটিকে কেমন চেনা চেনা মনে হ'ল সুরজিতের। বিস্মৃতির অতল থেকে আর একখানি মুখ ভেসে উঠলো। ঠিক এমনি কালো রোগা হারজিরজিরে মানুষটি। পুরু অধরোষ্ঠের মাঝে উদ্ধত বিশৃঙ্খল দাঁতের সারি। কাদম্বিনী। কাদুপিসি বলে ডাকতো ওরা। আত্মীয়া নয়, আশ্রিতা। কাদুপিসির ভারি দুঃখের জীবন। বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান। মেয়ের রূপের ঘাটতি ঢাকতে যথাসর্বস্ব দিয়ে ঘরজামাই এনেছিল তারা কিন্তু সে জামাইকে ধরে রাখা যায়নি শেষ পর্যন্ত। শ্বশুর, শাশুড়ি মরতেই পাখা গজালো তার। শ্বশুরের দেওয়া জমিজমা বেচে ফুর্তি করলো কিছুকাল, তারপর অন্যত্র সংসার পাতলো নতুন ঘরনী নিয়ে।

নিঃসহায়, নিঃসম্বল কাদুপিসি তার অপোগণ্ড শিশুক'টিকে নিয়ে এসে উঠলো সুরজিৎদের বাড়ি। ভাত, কাপড়ের বিনিময়ে অষ্টপ্রহর অক্লান্ত পরিশ্রম। জীবনভোরের দাসখৎ। তবে বেশীদিন টানতে হয়নি কাদুপিসিকে। সূতিকার জ্বরে ভুগে ভুগে শরীরের কিছু অবশিষ্ট ছিল না। বছর দুয়েকের মধ্যেই মরে গিয়ে বাঁচলো। বাচ্চাগুলোকে গ্রামের

মাতব্বরেরা জোর করে তাদের বাপ আর সৎমার কাছে গছিয়ে দিয়ে এলো। সুরজিৎ তখন খুব ছোট। ওর ভারি কষ্ট হ'ত কাদুপিসির জন্যে। সরু সরু দুর্বল হাতে পিসি যখন সারা সংসারের কাপড় কাচতো, ইয়া বড় ভাতের হাঁড়ি উনোন থেকে নামিয়ে ফেন গালতো, ভীষণ খারাপ লাগতো তার। কাদুপিসি যে কি নিদারুণ কুচ্ছিত ছিল, তা আজই প্রথম উপলব্ধি করলো সে, সামনের মহিলাকে দেখে। মোটা থান আর সেমিজ পরা প্রসাধনবর্জিতা কাদুপিসির মাঝে যে অসুন্দরতা ম্লান, মুহ্যমান হয়ে ছিল, সামনের এই অঙ্কিত-ভুরু, অনাবৃত-নাভি মহিলার সর্বাঙ্গ দিয়ে তা যেন অদৃশ্য তরঙ্গে বিচ্ছুরিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে সর্ব চরাচরে ----।

মহিলার রাগ পড়েছে মনে হ'ল। আনমনে বাজনার তালে তালে হাঁটুর উপর টোকা দিচ্ছে এক হাত দিয়ে।

সুরজিতের সঙ্গে চোখাচোখি হ'তে উদ্ভাসিত কন্ঠে মন্তব্য করলো, "আব্বা।"

"আজ্ঞে?"

"আব্বা। এটা আব্বার নাম্বার। সিম্‌প্‌লি ডিভাইন।"

সুরজিৎ বিনম্র ভঙ্গিতে মাথা নোয়ালো।

পাশ্চাত্য সঙ্গীতে রুচি থাকলেও তার দৌড় মোৎসার্ট, বাখ, মেণ্ডেলসনের দু'চারটে কনসার্ট অবধি। আজকের এই হট্টগীতি তার পরিচয়ের বাইরে ----।

মহিলা আবার বললো, "আপনি নাচেন না?"

হায় রে পুরুষ ! সুরজিৎ এই মুহূর্তে উঠে বাইরে চলে যেতে পারতো যে কোনও অছিলায়। কিন্তু সারা জীবনের শিক্ষা-দীক্ষা ভদ্রতা-বোধ তার পথ রোধ করে দাঁড়ালো।

পরিবর্তে নম্র কন্ঠে বললো, "চলুন না, নাচা যাক।"

ভদ্রমহিলা উঠে দাঁড়ালো। সুরজিৎও। ডান্সফ্লোরে এসে মহিলা মাথা ঝাঁকানি দিয়ে অপাঙ্গে চেয়ে দেখলো উপস্থিত স্বল্প জনসমাবেশের পানে, তারপর ঠোঁটের কোণে হাসির ঝিলিক তুলে সুরজিতের কাঁধে একটা হাত রেখে অন্য হাতটি ওর হাতে গুঁজে দিল নৃত্যের ভঙ্গিমায়।

এতক্ষণে লক্ষ্য করলো সুরজিৎ মহিলার মণিবন্ধে শাঁখা, সিঁথিতে ক্ষীণ রক্তরেখা। সুরজিতের মাথাধরাটা চড়াৎ করে বেড়ে গেল হঠাৎ। সত্যি, এতটা বাড়াবাড়ি না করলেও পারতো সে। দিল্লীতে দু'দিন কাটিয়ে আবার তাকে নিজের ইউনিটে ফিরে যেতে হ'বে, সেই সুদূর সূর্যলঙ্কায়। সারা সপ্তাহটাই সুতোবিহীন ঘুড়ির মত ভেসে বেড়িয়েছে। যে কাজে এসেছিল, সন্তোষজনক উপকরণ পায়নি তার, অথচ ফিরে গিয়ে একেবারে ফুলপ্রুফ রিপোর্ট দাখিল করতে হ'বে, নহিলে গর্দান নাহি রবে। এর মধ্যে কাদুপিসিকে কাঁধে ঝুলিয়ে নাচানাচিটা একেবারেই অবান্তর মাথাব্যাথা, গোদের উপর বিষফোঁড়া।

আচমকা মানবিকতার আক্রমণ যে মানুষকে কি ফ্যাসাদেই ফ্যালে, নতুন করে সেই তথ্য উপলব্ধি করতে করতে সুরজিৎ তার বেদনার্ত মস্তক তোলপাড় করে নিষ্কৃতির পথ খোঁজে চরম আকুলতায়। মহিলা আধবোঁজা চোখে হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে সঙ্গীতের তালে তালে, অবশ্য যদি একে সঙ্গীত বলা যায়। তবে খুব একটা নৃত্যপারদর্শিনী নয় বোঝা যায়। পদক্ষেপে ভুল হচ্ছে বারে বারে। ঠোকাঠুকি হয়ে যাচ্ছে হাঁটুতে হাঁটুতে। ভারী বুট আর হাই হিলে ঠোক্কর খেতে গিয়ে সামলে নিচ্ছে কোনমতে। মহিলার এক হাত সুরজিতের কাঁধের জামা খিম্‌চে ধরে আছে। অন্য হাত ঘেমে চটচটে হয়ে উঠছে ক্রমশঃ।

সুরজিতের হতক্লিষ্ট মনে হঠাৎ মুক্তির আশ্বাস মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো।

সুরজিৎ বললো, "বড্ড গরম এখানে, তাই না? বাইরে যাবেন?"

স্বপ্নলীনার আচমকা স্বপ্নভঙ্গ হল যেন। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকে থমকে থেমে দাঁড়ালো, করযুগল থেকে সুরজিৎকে স্পর্শমুক্ত করে। বিহ্বল বিস্ফারিত দৃষ্টি নীরবে চেয়ে আছে নিঃসীম বিস্ময়ে।

মহিলার দুর্বোধ্য ভঙ্গিকে বোধশক্তির দুর্বলতা ভেবে কাদুপিসির স্মৃতি-বৎসল সুরজিৎ নরম গলায় পুনরোক্তি করলো, "বাইরে যাবেন?"

মুহূর্তে মহিলার ঘামে ভেজা হাত দ্রুত এগিয়ে এসে বৃশ্চিকের জ্বালা ছড়িয়ে দিল সুরজিতের গালে। চড়াহত গালটা হাত দিয়ে চেপে ধরে মূঢ় বিস্মিত সুরজিৎ হাঁ করে চেয়ে রইলো। সাদা পোষাক পরা ছোকরা চেহারার লোকটি ঠিক সেই মুহূর্তে ধুমকেতুর মত এসে উদয় হ'ল তার

আচ্ছন্ন দৃষ্টির গতিপথে।

মহিলা হিসহিসিয়ে উঠলো, "লেচার, স্কাউণ্ড্রেল, ভদ্রঘরের মেয়েদের সঙ্গে ফুর্তি করার মতলব ----।"

মাঝপথে নাচ থামিয়ে অদূরে দাঁড়িয়ে কৌতূহলী চোখে এদিকে তাকিয়ে রয়েছে সবাই। কেউ সোজাসুজি কেউ বা আড়চোখে।

সাদা পোষাকের কন্ঠে মিনতি, "স্বপ্না, প্লীজ, এখানে সীন ক্রিয়েট কোরো না। আমি দেখছি ----।"

স্বপ্না চাপা তর্জন করে বললো, "ডোন্ট লিভ হিম। বজ্জাতির জায়গা পায়নি ! উঃ, কি আস্পর্ধা ----।"

সুরজিতের তখনো ঘোর কাটেনি।

লোকটা তার পিঠে হাত রেখে বললো, "একটু বাইরে আসুন ----।"

মন্ত্রমুগ্ধের মত বাইরে এলো সুরজিৎ।

লনে ইতস্ততঃ অল্প ক'জন নারী, পুরুষ বেতের চেয়ারে বসে নীচু গলায় কথাবার্তা বলছে। তাদের পাশ কাটিয়ে গেটের কাছে এসে থামলো ওরা। লোকটি দু'এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করলো।

তারপর সুরজিতের দিকে না তাকিয়ে বললো, "আপনার কাছে ক্ষমা চাওয়ারও মুখ নেই আমার। এ যে কত বড় লজ্জা ও দুঃখ, বলে বোঝাতে পারবো না ----।"

সুরজিৎ বিহ্বল স্বরে প্রশ্ন করে, "উনি কি আপনার ---- ?"

"হ্যাঁ, আমার স্ত্রী। এর আগেও দু'একবার এই ধরনের ঘটনা ঘটে গেছে। অথচ করবার কিছু নেই। স্ত্রী-স্বাধীনতার যুগে কোন স্বামীর ঘাড়ে ক'টা মাথা ----।"

"কিন্তু আপনি তো নাচতে পারেন ওঁর সঙ্গে?"

ভদ্রলোক চুপ করে থাকে প্রথমটা।

তারপর চোখ তুলে সোজাসুজি সুরজিতের দিকে চেয়ে বলে, "এককালে নাচতে দারুণ ভালবাসতাম আমি। এখন একেবারে ছেড়ে দিয়েছি ----।"

সুরজিতের মনশ্চক্ষে কাচস্বচ্ছ নাইলন শাড়ির আবরণে চোলিপরা কাদুপিসির নাতিক্ষুদ্র নাভিবিবরের ছবি ভেসে ওঠে। সে আর কথা বলে না।

লোকটি নিজের মনে বলে চলে, "আমার শ্বশুরমশাই নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। এখনও তিন বেলা সন্ধ্যা-আহ্নিক করেন। বারাসতে মনিহারী আর ছিট কাপড়ের দোকান আছে। দেশে জমিজমাও আছে। সেকেলে মানুষ। নেহাৎ বেআইনি বলে গৌরীদানটা করতে পারেন নি। তবু ষোল সতেরো বছরের মধ্যে বিয়ে দিয়েছেন মেয়েদের। আমার স্ত্রী ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েছে।"

এই পর্যন্ত বলে থামলো লোকটি।

সুরজিৎ নেহাৎ ভদ্রতার খাতিরে প্রশ্ন করলো, "আপনার নাম?"

কুণ্ঠিত বিষণ্ণ কণ্ঠে উত্তর এলো, "নাম জানতে চাইবেন না। এ কি একটা আলাপ-পরিচয়ের মত পরিবেশ? আপনার নামটাও অজানাই থাক। আজকের লজ্জাকর ঘটনাটা আপনার মন থেকে মুছে যাক এই প্রার্থনা। আর, যদি সম্ভব হয়, আমাকে ক্ষমা করবেন।"

লোকটা পিছন ফিরে দ্রুতপায়ে মেসবাড়ির দিকে চলে গেল। সুরজিৎ খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে তারপর অন্য দিক দিয়ে নিজের ঘরে প্রবেশ করলো। একটু পরেই স্যুটকেস হাতে স্টেশনের পথে হাঁটতে দেখা গেল তাকে।